DSC - Sem - IV - Core - 10
(DSC - 1D)
Contemporary Indian Phi...
R.D.

প্রশ্ন :- শ্রী অরবিন্দের 'সম্পূর্ণ যোগ' (... yoga) সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কর।
(Discuss full Sri Aurobinda's 'Integral yoga'.

## পূর্ণযোগ

মনই যোগের যন্ত্রস্বরূপ। মনের দ্বারাই আমার সঙ্গে ভগবানের মিলন হবে। কিন্তু মনের ক্রিয়া দেহ প্রাণকে বাদ দিয়ে নয়, দেহ প্রাণকে সঙ্গে নিয়ে। তাকে বাস্তবের সঙ্গেই ভাবের মিলন ঘটাতে হবে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে জীবনকে সমগ্রভাবে নিয়েই যোগ হওয়া চাই, এর সমস্তটাই যোগের ক্ষেত্র। জীবনকে বাদ দিয়েও যোগ হয়, অনেক সাধুমহাত্মা জীবনের রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করে নির্জনে গিয়ে সেই যোগেরই সাধনা করে থাকেন, কিন্তু তা যোগ হলেও তাকে পূর্ণযোগ বলা যায় না। ওতে ভগবানের কেবল একটা দিকই ধরা হলো, কিন্তু অন্য দিকটা বাদ রয়ে গেল—অর্থাৎ যেখানে জীবনের মাঝে তিনি বহু রূপে বহু ভাবে অভিব্যক্ত। ওতে ব্যক্তিগত মুক্তি ও ব্যক্তিগত আনন্দ মিলন বটে, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে সর্বাংশে যোগ স্থাপন হলো না। তাঁর সঙ্গে যোগে অপূর্ণ কিছু রয়ে গেল।

যদি পূর্ণভাবেই ভগবানকে জানতে এবং পেতে হয়, তাহলে যেখানে তিনি নিশ্চল নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম সেখানেও তাঁর সঙ্গে মিলিত হবে, আবার যেখানে তিনি রূপে রূপে রূপায়িত, যেখানে তিনি লীলাময়, যেখানে তিনি বিশ্বমাতা বিশ্বধাত্রী, সেখানেও তাঁর সঙ্গে মিলিত হবে। সকলরকম অবস্থাতেই তাঁকে দেখা চাই, সকলরকম অবস্থাতেই তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া চাই। যেরূপ যোগের দ্বারা তা সম্ভব হবে তাকেই বলা যাবে, পূর্ণযোগ। ভগবানকে সকল দিক দিয়ে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার নামই পূর্ণযোগ।

পূর্ণযোগ জীবনবৈরাগ্যের যোগ নয়। এ হলো দিব্যজীবনের যোগ। সমাধির অবস্থাতে মুক্তিলাভ করে ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়ে

Scanned with CamScanner

যাওয়া এর কাজ নয়, এর কাজ হলো সজ্ঞানে ব্রহ্মচেতনা লাভ করে মাটির পৃথিবীতেও সেই দিব্যচেতনাকে নামিয়ে আনা। বুদ্ধ নির্বাণে পৌঁছেও এই কথা বলেছিলেন যে, জগতের সকল জীব যতক্ষণ সুখী না হচ্ছে ততক্ষণ আমি নির্বাণের মধ্যেও নিবে যেতে চাই না। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছিলেন ঈশ্বরকোটির কথা, যারা বস্তুচেতনা থেকে ব্রহ্মচেতনায় সিঁড়ি বেয়ে উঠেও যেতে পারে আবার নেমেও আসতে পারে। কিন্তু এ তার চেয়েও বেশি কথা। এখানে হলো সেই অপার্থিব চেতনাকেই এই পার্থিব চেতনার মধ্যে নামিয়ে আনার কথা। খৃষ্ট যেমন বলেছিলেন এই মাটির পৃথিবীতে ভগবানের স্বর্গরাজ্য নেমে আসবে। শ্রীঅরবিন্দ তাকেই বলেছেন মানুষের দিব্যজীবন, আর বলেছেন যে পূর্ণযোগের সাহায্যেই তা এখানে সম্ভব হতে পারবে।

দিব্যজীবন তাকেই বলা যাবে যাতে আমাদের পূর্ণ সত্যচেতনার উদয় হবে। তেমন সত্যচেতনা এখন আমাদের মধ্যে নেই আর জোর করেও তাকে আমরা টেনে আনতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের দেহ প্রাণ মনকে সেই উচ্চতর চেতনার কাছে খুলে ধরে সমর্পিত করে দিতে পারি, তাহলে সেই চেতনা আমাদের মধ্যে নিজেই এসে একদিন প্রবেশ পারবে। তারই নাম অতিমানস চেতনা। সমর্পণ-ধর্মী পূর্ণযোগের লক্ষ্যই হবে এই জড়ের জগতে অতিমানসের অবতরণ ঘটানো। শুধু অবতরণ নয়, তার দ্বারা আমাদের প্রকৃতিও রূপান্তরিত হবে এবং আমাদের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে। সকলের ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও প্রথমে কয়েকজনের মধ্যে তেমন কাজ শুরু হলেই যথেষ্ট।

এ যোগের বিশেষত্ব এই যে এত কেবল মনেরই রূপান্তর নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাণের এবং দেহেরও রূপান্তর ঘটবে। তাই এর অপর নাম রূপান্তরের যোগ। কেবল মনের সাধনাতে ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে প্রাণের এবং দেহের সাধনা যুক্ত হলে এই দিব্যজীবন লাভ করা যায়। পূর্ণযোগের তাই কাম্য। পূর্ণযোগের আদর্শই হলো

Scanned with CamScanner

ভাগবত চেতনাতে প্রবেশ করা, ভগবানের ওনাই ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার জোরে ভগবানের উপরই কাজ করতে থাকা, নিজের প্রকৃতিকে তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে এক সুরে বেঁধে নেওয়া, তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মিলিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই যন্ত্রস্বরূপ হয়ে থাকা। সে জীবন স্বেচ্ছাপূরণের জীবন নয়, ভাগবত-ইচ্ছাপূরণের জীবন।

এতেই দেখা যাচ্ছে যে পূর্ণযোগ হলো শক্তির যোগ, নিষ্ক্রিয় যোগ নয়। আর এ হলো সমর্পণের যোগ। এতে একান্তভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবে, এবং এতে শেষ সিদ্ধিলাভ হবে ভগবানের কৃপায়, নিজের সাধনার জোরে নয়। তবে নিজের শক্তির নিঃস্বার্থ ও পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা থাকবে এর মধ্যে।

Scanned with CamScanner